দৈনিক বাংলা

087

তারিখ ১৩/১১/৮০

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষকদের সব সুবিধা বহাল থাকবেঃ হাসনাত

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত বলেছেন: ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি সরকারের কাছ থেকে কর্পোরেশনের হাতে হস্তান্তরিত করা হলেও প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ বলে তাঁদের চাকরির শর্ত, সুযোগ-সুবিধা, বেতন, পেনশন, ভাতাদি অপরিবর্তিত থাকবে। তদুপরি তারা কর্পোরেশনের কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করতে পারবেন।

গতকাল সকালে ফরাশগঞ্জ লালকুঠিতে অনুষ্ঠিত মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক সভায় তিনি বক্তৃতা করছিলেন। এই সভায় ঢাকা মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক আহ্বায়ক কমিটির পক্ষ থেকে মেয়রের নিকট ১৯ দফার একটি দাবীনামা পেশ করা হয়।

মেয়র ব্যারিস্টার হাসনাত শিক্ষকদের দাবীনামাগুলোর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে দাবীগুলো সভায় গৃহীত হয়।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

হাসনাত

(১ম পৃঃ পর)

ব্যারিস্টার হাসনাত মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি আমূল সংস্কার এবং অবিলম্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানান। তিনি বলেন, যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক এবং কোবাদ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোসলেম আলী হাওলাদার সভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে শিক্ষা বছরের এই শেষ প্রান্তে বার্ষিক পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠানের মুহূর্তে শিক্ষকদের ধর্মঘটের পথ বেছে নেয়া অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত।

আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব চান মিয়া বলেন, যাঁরা অযৌক্তিক সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন তাঁরা শিক্ষকদের কল্যাণ চান না। এই প্রসঙ্গে একজন সম্মানিত জন প্রতিনিধির কুশপুত্তলিকা দাহ করে ধর্মঘটী শিক্ষকরা যে ঘৃণ্য কাজ করেছে পৌর করপোরেশন প্রাথমিক শিক্ষক আহ্বায়ক কমিটি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে তার তীব্র নিন্দা করা হয়।

পৌর শিক্ষকদের এই সাধারণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন লালবাগ এক নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব খলিলুর রহমান, বিপণী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আশরাফউদ্দীন চৌধুরী, তেজগাঁও থানা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জনাব আবদুল আউয়াল, খোলাইরপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ শাহ আলম, পৌর শিক্ষক আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ।

সভা শেষে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য ডঃ আবদুর রউফ শিক্ষকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলীর ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন নিয়ন্ত্রাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের কর্মরত সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রচলিত সরকারী নিয়মে ভাতাদি ও পেনশন দেয়া হবে, করপোরেশন নিয়ন্ত্রিত মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে কোনক্রমেই পুনরায় সরকারী নিয়ন্ত্রণে ফেরত দেয়া হবে না, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্যদের প্রাপ্য সকল বকেয়া বেতন ভাতা ইত্যাদি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন থেকে পরিশোধ করা হবে, সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ছাড়াও তাঁরা করপোরেশনের কর্মচারী হিসেবে করপোরেশন প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা পাবেন, সিনিয়রিটি ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা ও গৃহ নির্মাণ ঋণ দান করা হবে, ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্যে করপোরেশন স্বতন্ত্র একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করবে, প্রত্যেকটি স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রদান ও সংস্কার সাধন করা সহ মোট ১১টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।